সংবাদ

তারিখ 20 OCT 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১-৫

পাবনা টাউন গার্লস হাইস্কুল

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

টাউন গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল করিম ফিরোজের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এই শিক্ষককে চাকরিচ্যুতিসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন অভিভাবকসহ স্থানীয়রা। এদিকে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ঘটনার পরদিন থেকে প্রধান শিক্ষক নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক জানান, গত মঙ্গলবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রী (১২) কে অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে যৌন নির্যাতন চালায় এবং ঐ ছাত্রীকে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেন। ওই ছাত্রী বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের বিষয়টি খুলে বলে এবং পরদিন বিদ্যালয়ে এসে সব শিক্ষক ও সহপাঠিদের জানায়। একপর্যায়ে বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী ঘটনা জেনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবস্থা বে-গতিক দেখে প্রধান শিক্ষক কৌশলে দুপুরেই স্কুল ছুটি ঘোষণা করে সটকে পড়েন এবং ওই ছাত্রীর কাচারীপাড়া (সাহারা ক্লাবের পূর্ব পাশে) বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকের হাত পা ধরে ক্ষমা চান। ঘটনার খবর পেয়ে কাচারীপাড়াস্থ ওই শিক্ষার্থীর বাড়িতে তদন্তে গেলে অভিভাবক ও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আমরা গরিব মানুষ মেয়ের এবং পরিবারের সম্মান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি নাই। অভিভাবকগণ প্রধান শিক্ষক যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, উক্ত প্রধান শিক্ষক ২০১৪ সালেও ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে অফিস কক্ষে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে বরখাস্ত হন। অভিযোগের সত্যতা মিললেও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না করে চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। প্রধান শিক্ষকের এরূপ অপকর্মে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারাও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন বলে তারা জানান। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, তার পূর্বের কর্মস্থল ফজিলাতুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সেলিম নাজির উচ্চ বিদ্যালয়েও নানা ঘটনার জন্ম দিয়ে সেখান থেকে চলে আসে এবং রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় অত্র বিদ্যালয়ে চাকরি নেয়। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক রবিউল করিম ফিরোজের সঙ্গে মুঠোফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন। পরবর্তীতে ওই স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে থাকতেই অন্যদেরকে দিয়ে বিদ্যালয়ে না থাকার কথা জানান। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের ছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক আচরণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা সম্পর্কে পাবনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) সালমা খাতুনকে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শিশুদের শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তিনি।